## জাতির পক্ষ থেকে নজরুলের সংবর্ধনা

(ইতোপূর্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বাঙ্গলীজাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে যে আন্তরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়, এর আয়োজনে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মাদ নাসিরউদ্দীনের ভূমিকা ছিল প্রধান। সে সময় হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং সাহিত্যিক ও কবি সমাজ একজোটে এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে নেতাজি সুভাস চন্দ্র বসু নজরুলের প্রতিভা সম্বন্ধে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মাওলানা আকরাম খান ও তাঁর "মোহাম্মাদী পত্রিকা" এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধীতা করেন। এখানে তৎকালীন সওগাত পত্রিকায় যে বিবারণ ছাপা হয়েছিল তা এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হল।)

২৯শে অগ্রহায়ন, ১৩৩৬; ইংরাজী ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯, রবিবার। অপরাহ্ন কলকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সকাল থেকে কর্মীদল ও সাহিত্যিকরা 'সওগাত অফিসে ভীড় জমালেন। তাদের অনেক কাজ। কবিকে এলবার্ট হলে নিয়ে যাবার জন্য একটি মোটরগাড়ী সুসজ্জিত করে রাখতে হবে, সভার শৃংখলা রক্ষার জন্য হলের চারিদিকে স্বেচ্ছাসেবক দল মোতায়েন করতে হবে, সমাগত অতিথিদের সাদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে, সংবর্ধনার হলটি সাজাতে হবে। নজরুল-ভক্তদের আনন্দ আর উৎসাহ উদ্যম দেখে আমি যেন তলিয়ে গেলাম তাদের মধ্যে। অনেকে আহারের কথাও ভুলে গেছেন। কারো মুখে একটুও বিরক্তির ভাব নেই।

কর্মীদের এক এক দলকে এক এক কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম এলবার্ট হলে সেখানকার সব ব্যবস্থা করবার জন্য। আমাদের 'সওগাত দলের নেতৃস্থানীয়রা নিলেন তত্বাবধানের ভার।

একটি পুষ্পসজ্জিত মোটরগাড়ী করে আমরা নজরুলকে নিয়ে চল্লাম এলবার্ট হলে। সভারম্ভের পূর্বেই হলটি লোকে ভর্তি হয়ে গেছিল। দোতালায়, বারান্দায় এমন কি সিঁড়িতেও লোকের ভীড়। স্থানাভাবে রাস্তায় বহু লোক জমায়েত হয়ে গেছে। অনেককে স্থানাভাবে ফিরে যেতে হয়েছিল। আমরা ভীড় ঠেলে নজরুলকে নীচেরতলায় সজ্জিত মঞ্চে নিয়ে গেলাম।

সাপ্তাহিক সওগাতে নিয়মিত নজরুল-সংবর্ধনার সংবাদ ছাপা হতো। এ ছাড়া ১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক সওগাতে নজরুল-সংবর্ধনার যে বিবরণ ছাপা হয়েছিল, নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো ঃ



## কবি সংবর্ধনা

গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে মহাসমারোহে সংবর্ধিত করা হইয়াছে। সভারম্ভের অনেক পূর্বেই বিরাট হলটি জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অনুরাগী শত শত ভদ্রলোককে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সভায় বহু সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যানুরাগী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেলা ঠিক দুইটার সময় একখানি পুষ্পসজ্জিত মোটর-কারে করিয়া কবিকে সভায় আনা হয়। তিনি সভা মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র উপস্থিত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সভারম্ভে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ নজরুল ইসলামের,

"চল্ চল্ চল্
উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।"

গানটি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন-"আজ বাঙ্গলার কবিকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙ্গলাদেশ সম্মোহিত হইয়া আছে। তাই অন্যের প্রতিভা লোকচক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দুইজন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি-প্রতিভাবান মৌলিক কবি! রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি! কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালীরূপেই পাইয়াছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।"

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বক্তৃতার পর "নজরুল-সংবর্ধনা সমিতির" সভাপতি মিঃ এস ওয়াজেদ আলি নিম্নোদ্ধৃত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন--

## অভিনন্দন পত্র

কবি নজরুল ইসলাম–

করকমলেষু

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব্ব অবদানে বাঙ্গালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের উর্দ্ধে––সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা-ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙ্গালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময় মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও!

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্ব্বাক বন্দনা গ্রহণ কর!

তুমি পাঙালীর ক্ষীণ কাষ্ঠ তেজ
.....নয়নাপাত কর।

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ; রসালের কণ্ঠে সহকার শাখে আঙুর-লতিকার বাহু-বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন-প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা সুন্দর চিত্ত নিবেদন গ্রহণ কর।

ধুলার আসনে বসিয়া মাটীর মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা-বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি' চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার––মানুষের নমস্কার।

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে-
নজরুল-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।
কলিকাতা, ২৯শে অগ্রহায়ন, ১৩৩৬, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

## উপহার-দ্রব্য

অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় জনতার করতালি-ধ্বনির মধ্যে কবিকে সোনার দোয়াত-কলম ও রূপার চোঙায় (casket-এ) অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য' শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক কবির অভিনন্দনের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি আবাহান-সঙ্গীত গান করেন। সঙ্গীতটি এই ঃ-



ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শতদল।
সঞ্চরে শ্যাম-সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা-পরিমল ॥
দুর্যোগে ভরা তমসার রাত,
তোমার প্রকাশে লভিল প্রভাত,
অরুণের রাগে পরাগে পরাগে
রক্তিম তব হিয়া তল ॥
অনুদিন তট-বন্ধন হারা
গভীর জীবনে যাপিয়া,
প্রতিভা-প্রভায় উঠিয়াছ তুমি
জীবনের পরে ছাপিয়া,
ঝঞ্ঝা যখন বহিল অধীর,–
তুমি অশান্ত, তুমি অথির;
কন্টক যবে বিঁধেছে তোমারে
সয়েছ নীরবে অচপল ॥
অন্তবিহীন কান্ত রবি সে,–
নাহিক তোমারো অবাসন,
বিকচ তোমার সুরভির সুরে
বিচিত্র তব অবদান;
তোমারে সবার সম-অধিকার,
ভারতীর তুমি শুভ-উপচার,
সখ্যে তোমার কত না মরাল
পক্ষে ঢাকিল কালো জল।
হে শুচিস্মিত, শুভ্র-কোমল,
সুরভি-স্নিগ্ধ শতদল!

সঙ্গীতের পর নজরুল ইসলাম অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিলে সভাস্থ জন-মণ্ডলী বিপুল জয়োল্লাসে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উক্তিটি এই ঃ-

## কবির উত্তর

বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তু'লে দিলেন, আমিতা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনুমন-প্রাণ আজবীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম!

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠ্‌ল!

নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকুলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুন্‌তে পাবেন।

আজ বল্‌বার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে-মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিন তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়ত সত্যি সত্যিই আমার অভিনন্দন হ'য়ে গেল। এ শুধু আপনাদের--যাঁরা এ সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী করেই স্মরণ করছেন; ফুল ফুটানোর চেয়ে হুল-ফুটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ওদিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা বন্ধুর উল্টো তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধরতে না পার্‌লে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার পর নিন্দার ধুলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি!

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যে দিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই ভালো লেগেছে--টাকে ভালো করে বল্‌তে পারার এই উৎসবে আমার আজকে একটী মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়রলি করবেন না। সভার যুপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্ল চন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধঁরে এনে তাকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।.....



শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি সত্যিই আমি ভালো মানুষ! কোনো অনাসিষ্টি করতে আসি নি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে কর্ম্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়; অন্যায় তার--যে ঐ পড়পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশ জনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে রাখে।

আমাকে বিদ্রোহী বলে খামকা লোকের মনে ভয় ধরে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে খেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিন নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরন তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক আধটুক সাহায্য করেছি মাত্র।

একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র Beauty is Truth, Truth is Beauty.

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে,--কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মিটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতক সাগর সন্ধানী জলস্রোত আমি; সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব্ব না করি; যেন মরু-পথে পথ না হারাই!-এই আশীর্ব্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তুর্য্য বাদকের একজন আমি--এই হোক আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভূজঙ্গ, প্রখরদশন শার্দ্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাদের নখর-দশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পুর্ব্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তৎ৭াদের মত হলুম না বলে তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকরের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্ম্মে, যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের

উর্দ্ধে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনো দিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠ্যাঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পার্‌বে না। উল্টো ঐ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।....

যৌবনের রক্ত শিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌তে চলেছে যে বর-যাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদার রূপে না দেখতে পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্ত্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আস্‌ব ঐ মেলায় শাহজাদা খর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে, ব্যথিত পায়ে চ'লে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধ'রে এন হ্যাণ্ডশেক্ করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালকে গালাগালিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনি আলাদা হ'য়ে যাবে। আমার গাঁট-ছাড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।...

বর্ত্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপবর্ত্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মর্‌ব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয়, তা হ'লে ঐ সমুদ্র মন্থনের সব দোষ অসুরদের নয়, অর্দ্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা-রসে খান, অমৃত আছে। সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হ'তে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ!



কবির উত্তর পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সেনগুপ্ত একটি সময়োপযোগী গান করেন। তারপর শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য কবির রচিত 'পর-দেশী বঁধুয়া' গজলটী গেয়ে শোনান।

## সুভাষ চন্দ্রের বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতির অনুরোধে মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন:

"স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নাই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব--কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন; কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম--অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়--এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব-তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু'র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়--সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।

সুভাষ বাবুর পরে রায় বাহাদুর জলধর সেন বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,-" আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা করিবার জন্য যে-ভাবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দেশের প্রত্যেক মঙ্গল-আয়োজনে যদি সেইভাবে আমরা মিলিতে পারি; যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান; শুধুই যদি আমাদের মনে জাগে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নজরুল-সংবর্ধনা সার্থক হইবে।"

## উপসংহার

সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপসংহারে বলেন, "আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটী অতি-মানুষে পরিণত হইবে।"

সভায় অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা প্রদান করেন। সময়ের অভাবে কতিপয় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। কারণ, সভাপতি আচার্য্য রায় নজরুলকে গান গাহিতে অনুরোধ করেন। সমবেত জনতাও হাততালি দিয়া কবির গান শুনিতি চাহিলেন। গানে গানে সভার অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়। সভাপতি কবিকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলে কবি সহাস্যে বলিলেন ঃ যার বিয়ে সে কি গান গায়?

সুভাষ চন্দ্র বসু কবিকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং গান করিবার জন্য বসাইয়া দিলেন। আবার চারিদিক হইতে কবির গান শুনিবার জন্য হাততালি পড়িতে লাগিল। কবি প্রথমে গাহিলেন ঃ

টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চরে সমরে ॥
খরধার তরবার কটিতে দোলে
রণন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তুর্য-রোলে
শোক-মৃত্যু-ভোলে
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে ॥
চলে শ্রান্ত দূর-পথে
মরু দুর্গম পর্বতে,
চলে বন্ধুবিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক লেখা।

সংবর্ধনা-সভায় সকলের অনুরোধে কবিকে আরও একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হইল। এইবার তিনি তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে গাহিলেন ঃ

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!



গান শেষ হইলে সভাপতি আচার্য্য রায় আবেগের সহিত কবিকে আলিঙ্গন করেন।

সর্ব্বশেষে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি ও সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদানের পর উল্লাস ও জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

সে দিনের সংবর্ধনা-সভায় দেখেছিলাম কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীদের অপূর্ব সমাবেশ। যুবকদের মধ্যে যেরুপ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, অশীতিপর বৃদ্ধকেও সংবর্ধনার ব্যাপারে তদ্রুপ উৎফুল্ল দেখেছি।

জাতির পক্ষ থেকে বিরাট সাফল্যের সংগে নজরুল-সংবর্ধনা সম্পন্ন হওয়ায় এবং কলকাতার ইংরাজী বাংলা সমস্ত প্রষিদ্ধ সংবাদপত্রে (মোহাম্মদী ব্যতীত) সংবর্ধনার বিবরণ ভালোভাবে প্রকাশিত হওয়ায় বিরুদ্ধবাদীরা নজরুল ও সওগাত'কে পরাজিত করার ব্যাপারে নিরাশ হলেন। কিন্তু এখনো সওগাত ও মোহাম্মদী এই দুই দলে আদর্শের সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

অসাধারণ কবিত্বশক্তির স্বীকৃতি হিসাবে এত অল্প বয়সে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা লাভ নজরুল-জীবনের একটি প্রধান ও স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার আর কোনো কবি এমন গণ-সংবর্ধনা লাভ করেন নি।